



Heritage-Sensitive Intellectual Property
and Marketing Strategies

chau dance

ART CODE



Treating Chau Dance artists fairly:

**Code of Ethics and Practical Guidelines for
performance organisers, the media and researchers**

ছৌ নৃত্যশিল্পীদের ন্যায্য অধিকার :

অনুষ্ঠান আয়োজক, গণমাধ্যম ও গবেষকদের জন্য নীতিগত
নিয়মাবলী ও ব্যবহারিক নির্দেশিকা



Chau dancer Mousumi Choudhury and her father, Jagannath Choudhury, also a well-known Chau dancer

ছৌ নৃত্যশিল্পী মৌসুমী চৌধুরী এবং তাঁর বাবা বিখ্যাত ছৌ নৃত্যশিল্পী জগন্নাথ চৌধুরী

This is Mousumi Choudhury, a remarkable young woman. She is a Chau dancer from a village called Maldi in Purulia, West Bengal, India. Not only is she a female Chau Dancer in what is a predominantly male-dominated heritage tradition, but in addition she won the 2019 Grand Prize in the Asia-Pacific Youth ICH Storytelling Contest for her photo story 'Breaking the Glass Ceiling: One Step at a Time'.

ইনি হলেন মৌসুমী চৌধুরী, এক অসাধারণ তরুণী। মৌসুমী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার মালডি গ্রামের একজন ছৌ নৃত্যশিল্পী। তিনি শুধু পুরুষশাসিত এই ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার একজন মহিলা ছৌ নৃত্যশিল্পীই নন, এর সঙ্গে তিনি পেয়েছেন তাঁর 'ব্রেকিং দ্য গ্লাস সিলিং : ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম' ছবির জন্য ২০১৯ সালের এশিয়া-প্যাসিফিক ইউএন আইসিএইচ স্টোরি টেলিং কনটেন্ট পুরস্কার।

Film and documentary makers, professional photographers and researchers often visit the Chau dancers in Purulia to meet with the dancers and to record their dances. Sometimes feature films are made for commercial distribution, sometimes photographers sell images of the dancers to the general public, sometimes learned articles are published containing information about and images of the dancers. In addition, Chau dancers are often approached by organisers of festivals and fairs to perform at these events. These encounters are very important for the Chau community as making information widely available about their art form spreads knowledge and helps them to keep their traditions alive. However, for the community to benefit and the tradition to stay alive, the dancers need to be recognised and attributed for their contribution and, where possible, share in any remuneration that is made by these third parties.

চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাতা, পেশাদার আলোকচিত্রী এবং গবেষকরা প্রায়ই পুরুলিয়া যান ছৌ নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁদের নাচগুলি রেকর্ড করতে। কোনো কোনো সময় বাণিজ্যিক ছবি নির্মাতারাও তাঁদের নিয়ে ছবি করেন। কখনও বা ফটোগ্রাফাররা তাঁদের ছবি তুলে বিক্রি করার জন্য সেখানে যান। কোনো সময় ছৌ নৃত্যশিল্পীদের তথ্য ও ছবি সহ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ছৌ নৃত্যশিল্পীরা প্রায়শই অনুষ্ঠান আয়োজকদের কাছ থেকে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পান। এই ধরনের আদানপ্রদান ছৌ সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের শিল্প সংক্রান্ত তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ঐতিহ্যটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তাঁদের সম্প্রদায়ের উপকার করতে হলে এবং ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে হলে নৃত্যশিল্পীদের গুণ ও অবদানের উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে কোনো সাম্মানিক পাওয়া গেলে তা সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন।

This can be seen from what happened to Mousumi. In 2019, Zee5, an Indian digital entertainment streaming service with 76.4 million monthly active users (2020), streamed a film called 'Jobordokhol'. This is described as 'a 2018 Bengali drama film starring Raja Goswami, Geetashree and Chhanda Chatterjee. Brothers Amlan and Ajin visit their ancestral home in Moubhandar, to evict Protiba Devi and her family, who have been living there for ages. On arrival, Amlan and Ajin meet Mita, a free-spirited girl, who changes their perception towards life.' The film credits a long list of actors, stills coordinators, hairdressers, directors, camera people, editors, make-up production, artists – and others.

The film also featured Mousumi and other dancers from her all-female group. While the Chau dancers were paid for their performances in the film, they were not credited individually. They are mentioned only as 'The Mitali Chao Dance Group'. That Mita – the star of the film – is the leader of an all-female Chau dance group is an important factor in the film. Of course, we never see Mousumi's face nor those of the other Chau dancers. At the point at which she (Mousumi) finishes her dance, Mita takes over, so when the mask is removed, we see Mita and not Mousumi. But the film relied on Mousumi's expertise as a Chau dancer, and on the expertise of her fellow dancers.

মৌসুমীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ২০১৯-এ জি ফাইভ নামে একটি ভারতীয় ডিজিটাল এন্টারটেইনমেন্ট স্ট্রিমিং সার্ভিসে যা মাসে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করেন ৭৬.৪ মিলিয়ন মানুষ (জুন ২০১৯) 'জবরদখল' নামে একটা ছবি দেখানো হয়। ২০১৮-তে তৈরি এই নাটকীয় বাংলা ছবিটিতে ছিলেন রাজা গোস্বামী, গীতশ্রী এবং চন্দা চ্যাটার্জি। ছবিতে দেখানো হয়, অল্পান ও অজিন বলে দুই ভাই মৌভান্ডারে তাদের পৈত্রিক বাড়িতে যায় সেখানে দীর্ঘদিন বাস করা প্রতিভা দেবী ও তার পরিবারকে উৎখাত করার জন্য। সেখানে যাওয়ার পর অল্পান ও অজিনের সঙ্গে মিতা নামে এক উদারচেতা মেয়ের আলাপ হয়, যে তাদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দেয়। ছবির ক্রেডিটে অভিনেতা, আলোকচিত্রী, ব্যবস্থাপক, কেশশিল্পী, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক, রূপসজ্জা শিল্পী ও অন্যান্যদের নাম দেওয়া হয়।

ঐ ছবিতে মৌসুমী এবং তাঁর দলের অন্যান্য মহিলা নৃত্যশিল্পীরাও ছিলেন। ছবিতে ছৌ শিল্পীরা অংশগ্রহণ বাবদ পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। কিন্তু ছবিতে শিল্পী হিসেবে আলাদা করে তাঁদের নাম দেওয়া হয়নি। শুধু মিতালি ছৌ ডান্স গ্রুপ বলেই দায় সারা হয়েছে। অথচ ছবির নায়িকা মিতা, মেয়েদের ছৌ নাচের দলটির একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী, ছবির একটা কেন্দ্রীয় চরিত্র। দর্শক কখনোই ছবিতে মৌসুমী কিংবা অন্যান্য ছৌ নৃত্যশিল্পীদের মুখ দেখেন না। নাচ শেষ হওয়ার পর মিতা যখন মুখোশ খুলছেন তখন আমরা মৌসুমীর মুখ দেখি না, দেখি মিতাকে। ছবিটি মৌসুমী ও তাঁর দলের শিল্পীদের ছৌ নাচের দক্ষতার ওপর নির্ভর করলো অথচ ছবিতে তাঁর কোনো স্বীকৃতি থাকলো না।

The law on Performers' Rights in India allows performers including dancers to claim to be identified as the performer of a performance. But imagine how difficult it would be for Mousumi to negotiate with such a large and powerful organisation as Zee5 for the right to be recognised for her input into the film in the credits. Imagine also how important this credit is for Mousumi. It is through recognition – being named – that more doors can open and in so doing help with her, and her community's, sustainability into the future.

To address this issue, and a number of other challenges that the Chau community in Purulia have encountered in their dealings with film-makers, performance organisers and researchers, the HIPAMS team together with the Chau community developed a Chau Dance Code. This Code contains a number of principles that are embedded in Indian law, such as the right of attribution for Performers, and a number that emanate from general human rights norms, such as the right to culture. The purpose of this Code is to lay out the hopes and expectations of the members of the Chau dance community in their dealings with these different groups who draw on and often profit from their dance. The Chau Dance Code will be distributed among these groups generally, and each time that the Chau dancers interact with one of these groups for a particular project or event. The aim is that through this process, a mutually beneficial relationship between the Chau dance community and the individuals and organisations who make information about their work available to others will be nurtured, helping to

ভারতে অনুষ্ঠানকারীদের অধিকার সংক্রান্ত আইন যে কোনো পেশাদার কাজে অংশগ্রহণের সময় তাঁদের শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু ভাবুন, মৌসুমীদের পক্ষে ছবিতে তাঁদের নাম থাকার অধিকার নিয়ে জি ফাইভ-এর মতো বড় ও প্রভাবশালী সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করা কতটা কষ্টকর। কল্পনা করুন, মৌসুমীর পক্ষে এই স্বীকৃতিটুকু কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই, নামের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে অনেক দরজা খুলে যায়। এভাবেই শিল্পীদের ও তাদের সম্প্রদায়কে ভবিষ্যতে সুস্থায়িত্বের দিকে এগোনোর ব্যাপারে সাহায্য করা যায়।

চলচ্চিত্র নির্মাতা, অনুষ্ঠান আয়োজক এবং গবেষকদের সঙ্গে কাজ করা এই সমস্যাগুলি ছাড়া আরও অন্যান্য সমস্যার কথা যা পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যশিল্পীরা আমাদের বলেছেন, তা সমাধানের জন্য হিপামস টিম এই ছৌ নৃত্য নিয়মাবলী বা আর্ট কোড তৈরি করেছে। এই আর্ট কোডে আছে এমন কিছু নীতি যা ভারতীয় আইনে আছে, যেমন, অনুষ্ঠানকারীদের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি এবং তাদের মানবাধিকারের স্বীকৃতি, যেমন, তাঁদের সংস্কৃতির অধিকার। এই কোডের উদ্দেশ্য হল ছৌ নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে যারা লাভবান হন তাঁদের সঙ্গে কাজকর্মের ব্যাপারে আলোচনার সময় ছৌ নৃত্যশিল্পীদের মনে যাতে একটা আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। ছৌ নৃত্যের সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠীগুলির সদস্যরা যাতে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রাপ্য পান তা নিশ্চিত হয়। আর্ট কোড সাধারণভাবে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিতরণ করা হবে। এবং যখন ছৌ নৃত্যশিল্পীরা ওপরে উল্লেখিত গ্রুপগুলির সঙ্গে কোনো প্রজেক্ট বা অনুষ্ঠানে কাজ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে এই আর্ট কোডের কপি দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল, ছৌ নৃত্যশিল্পী এবং তাঁদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে সম্মান করা এবং নিজেদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁরা যাতে প্রাপ্য স্বীকৃতি এবং অর্থ পায় তা নিশ্চিত করা।

Chau Dance Art Code

Chau Dance is a tradition passed down through the generations in our community. Well-known in India and abroad, Chau Dance has been inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Chau Dance heritage includes dancers, Jhumur singers, traditional musicians and those who make traditional musical instruments used in performances.

However:

1. Some of our artists are not acknowledged for their performances in films and elsewhere.
2. Some of our artists do not get paid fairly for our performances.

What we would like:

1. We would like to keep performing Chau Dance.
2. We would like people to understand the meaning of Chau Pala (productions).
3. We would like people to respect our Chau heritage.
4. We would like to be paid fairly for our performances.
5. We would like to have a share of benefits from commercial use of our work by others.
6. We would like to be treated with respect.

People who organise performances and events can help us by:

1. Treating us with respect
2. Respecting the heritage of Chau
3. Employing musicians using traditional instruments, and Jhumur singers
4. Ensuring safe and appropriate places for performing
5. Telling people about the meaning and value of our Chau Dance heritage
6. Paying us fairly for our performances
7. Attributing us and acknowledging our contributions
8. Not engaging performers who say they are Chau dancers when they are not.

People who do research, report for the media or make films and television programmes involving Chau dance can help us by:

1. Treating us with respect
2. Respecting the heritage of Chau
3. Telling people about the meaning and value of our Chau heritage
4. Consulting and involving us in projects about our lives and work
5. Paying us fairly for our performances
6. Attributing us and acknowledging our contributions in books and other products they create
7. Ensuring that we are named in film credits, both individually and our dance groups.

ছৌ নাচ আমাদের দেশে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা একটি নৃত্য পরম্পরা। দেশ-বিদেশে সুপরিচিত ছৌ নাচ ইউনেস্কোর মানবজাতির প্রতিনিধিত্বমূলক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার তালিকায় স্থান পেয়েছে। ছৌ নৃত্যশিল্পী, ঝুমুর গায়ক, ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র শিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা প্রত্যেকেই ছৌ নৃত্য ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত।

যদিও :

১. এই নাচের কিছু শিল্পী ফিল্ম/ভিডিও এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের অনুষ্ঠান ব্যবহার করার জন্য কোনো স্বীকৃতি পান না।
২. আমাদের কিছু শিল্পী তাঁদের অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না।

আমরা যা চাই :

১. আমরা ছৌ নাচের অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে চাই।
২. আমরা চাই মানুষ ছৌ পালাগুলির (নৃত্যনাট্য) অর্থ বুঝুক।
৩. আমরা চাই মানুষ আমাদের ছৌ ঐতিহ্যকে সম্মান করুক।
৪. আমরা চাই আমাদের অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পারিশ্রমিক।
৫. অন্যদের দ্বারা আমাদের কাজের বাণিজ্যিক ব্যবহারের লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাই আমরা।
৬. আমরা চাই সম্মানজনক ব্যবহার।

অনুষ্ঠানের আয়োজকরা আমাদের সাহায্য করতে পারেন :

১. আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করে
২. ছৌ নাচের ঐতিহ্যকে সম্মান করে
৩. প্রয়োজন অনুযায়ী ছৌ নাচের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের নিযুক্ত করে
৪. অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ও নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করে
৫. মানুষকে ছৌ নাচের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানানোর ব্যবস্থা করে
৬. আমাদের অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে
৭. আমাদের কাজের গুণমানের স্বীকৃতি ও প্রশংসা করে
৮. প্রকৃত ছৌ শিল্পীদের অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করে।

ছৌ নাচ নিয়ে যঁারা গবেষণা করেন, সংবাদ পরিবেশন করেন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ ও টিভি অনুষ্ঠান করেন তারা আমাদের সাহায্য করতে পারেন :

১. আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করে
২. ছৌ ঐতিহ্যকে সম্মান করে
৩. ছৌ ঐতিহ্যের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করে
৪. ছৌ শিল্পীদের জীবন ও কাজ সংক্রান্ত প্রকল্পে আমাদের যুক্ত করে ও পরামর্শ নিয়ে
৫. আমাদের অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে
৬. বই, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য পণ্যে আমাদের কাজের গুণমানের স্বীকৃতি দান ও প্রশংসা করে
৭. চলচ্চিত্রের পরিচয়লিপিতে শিল্পীদের এবং নাচের দলের নাম থাকা নিশ্চিত করে।

Annex: Foundational principles

These have been adapted from the UNESCO Intangible Heritage Convention's Ethical Principles (2015)

1. Intangible cultural heritage is practised and transmitted in accordance with the principles of human rights, respect for the environment and mutual respect between people.
2. Communities (including groups and, where applicable, individuals) decide what their intangible cultural heritage is, and its meaning and value.
3. Communities play the main role in safeguarding their own intangible cultural heritage, and should be supported appropriately in doing so.
4. Mutual respect for communities and their intangible cultural heritage should guide all activities for intangible cultural heritage safeguarding.
5. Safeguarding activities should be undertaken with the participation, and free, prior and informed consent of the communities concerned.
6. Communities should be involved through collaboration, dialogue, negotiation and consultation in safeguarding their intangible cultural heritage.
7. Community requirements for secrecy and privacy in regard to their intangible cultural heritage should be respected.
8. Communities should have continued access to the instruments, objects, artefacts, cultural and natural spaces and places of memory they need for expressing their intangible cultural heritage.
9. Communities should be recognised and attributed appropriately for works based on their intangible cultural heritage, and protected from decontextualization, commodification and misrepresentation, according to their needs.
10. Communities should benefit from the moral and material interests resulting from their intangible cultural heritage, including when it is used and adapted by members of the communities or others.
11. Communities should be able to share fairly in the benefits from safeguarding, practising and transmitting their intangible cultural heritage.

ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার নৈতিক ভিত্তি সংক্রান্ত বুনীয়াদী নীতি

এটি ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল হেরিটেজ কনভেনশনের নৈতিক নীতি (২০১৫) অনুসারে তৈরি হয়েছে।

১. ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলির অনুশীলন ও সম্প্রচার হয় মানবাধিকার, পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতি মেনে।
২. জনসম্প্রদায় (গোষ্ঠী এবং, যেখানে প্রযোজ্য, ব্যক্তি সহ) তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি কী, এবং তার মর্ম ও মূল্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।
৩. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে জনসম্প্রদায় মূল ভূমিকা নেবে এবং তা করতে তাদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা উচিত।
৪. জনসম্প্রদায়গুলি ও তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতি পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে ঐতিহ্যের সুরক্ষা করতে হবে।
৫. এগুলি রক্ষা করার কাজ হওয়া উচিত অংশগ্রহণমূলক, খোলামেলা এবং আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট জনসম্প্রদায়গুলির সম্মতি নিয়ে।
৬. ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে সুরক্ষার কাজে জনসম্প্রদায়গুলির সহযোগিতা, সংলাপ, আলোচনা ও পরামর্শের মধ্যে দিয়ে এগোনো উচিত।
৭. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে নিয়ে কাজ করার সময় সেগুলির গোপনীয়তা ও সূক্ষ্মতা বজায় রেখেই জনসম্প্রদায়কে এগোতে হবে।
৮. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে তুলে ধরার জন্য জনসম্প্রদায়কে নিয়মিতভাবে কাজের উপকরণ বা সরঞ্জাম, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত।
৯. জনসম্প্রদায়গুলিকে তাদের পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গুণের ভিত্তিতে উপযুক্তভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং তাকে অপ্রাসঙ্গিক, বাজারসর্বস্ব করে তোলা, ভুলভাবে উপস্থাপিত করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া উচিত।
১০. নৈতিক ও বস্তুগত স্বার্থেই জনসম্প্রদায়গুলির তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি থেকে উপকৃত হওয়া উচিত, বিশেষ করে যখন তা সেই সম্প্রদায়ের মানুষ ও অন্যান্যরা ব্যবহার করে বা তাঁদের জীবনের অঙ্গ করে নেয়।
১১. নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি সুরক্ষিত করা, ব্যবহার করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জনসম্প্রদায়গুলি উপকৃত হলে সেটা তাদের সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া উচিত।

This Art Code is developed in the HIPAMS research project by Coventry University and Contact Base (banglanatak dot com) funded by the British Academy's Sustainable Development Programme, supported under the UK Government's Global Challenges Research Fund 2018-2021.

www.hipamsindia.org

www.puruliachau.com

